সমকাল

তারিখ ... 3 FEB 2017
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ৬

শিক্ষার দাবি শিক্ষকের দাবি

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর

স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যাদর্শ ছিল গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যমুক্ত সমাজ বিনির্মাণ। এর পূর্বশর্ত ছিল শিক্ষিত, সচেতন ও দেশপ্রেমিক প্রজন্ম গড়ে তোলা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের প্রয়োজনে যেমন প্রণীত হয়েছিল ১৯৭২-এর সংবিধান, তেমনি তার পরিপূরক হিসেবে তৈরি হয়েছিল বিজ্ঞানমনস্ক, একমুখী, সেক্যুলার ও সার্বজনীন শিক্ষানীতি যা ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট নামে পরিচিত। ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রীয় পটপরিবর্তনের পরে একের পর এক সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের মৌলিক চেতনা ধ্বংস করে একে সাম্প্রদায়িকীকরণ করা হয়েছে, খুদা কমিশনের শিক্ষানীতিও বাতিল করা হয়েছে। বিভ্রান্তির চোরাবালিতে আটকে যায় শিক্ষাব্যবস্থা। সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের অগণতান্ত্রিক সার্কুলারের ঘেরাটোপে বন্দি হয়ে পড়ে শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী তথা পুরো সমাজ। সামরিক সরকার ক্ষমতার ভিত্তি টিকিয়ে রাখতে শিক্ষাকে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা ও প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চাৎপদতার পিচ্ছিল পথে পরিচালিত করতে লাগল। নজিরবিহীনভাবে ঐতিহ্যবাহী এক শিক্ষক সংগঠনের নেতৃত্ব গ্রহণ করল ক্ষমতা জবরদখলকারী একজন জেনারেল আর বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী এক মৌলবাদী ধর্ম ব্যবসায়ী। এহেন দুঃসহ এবং বিরুদ্ধ পরিবেশে মুক্তিযুদ্ধের শাশ্বত চেতনায় শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রত্যয়ে প্রয়াত শিক্ষক নেতা ড. ম. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ত্যাগী, বিদগ্ধ ও প্রগতিকামী শিক্ষক একত্র হয়ে সর্বস্তরের শিক্ষককে পর্যায়ক্রমে সংগঠিত করার প্রত্যয়ে ১৯৮৪ সালে গড়ে তোলেন বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। শিক্ষা ও শিক্ষকের সমস্যার সমাধানে সর্বপ্রথম দাবি তোলেন শিক্ষা জাতীয়করণের, ঘোষণা করেন শিক্ষা সুযোগ নয় তা মানুষের জন্মগত অধিকার। কাজেই রাষ্ট্রকে শিক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। আমরা শ্লাঘার সঙ্গে বলতে পারি, শিক্ষা জাতীয়করণের লক্ষ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠালগ্নের দাবি আজ শিক্ষক সমাজের জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছে। ১৯৯০ সাল থেকে শিক্ষা ও শিক্ষকদের দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিশাল ঐক্যবদ্ধ শিক্ষক আন্দোলনে আমাদের সংগঠন বলতে গেলে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে। সেসব আন্দোলনের বদৌলতে বেসরকারি শিক্ষকরা আজ জাতীয় বেতন স্কেলের প্রারম্ভিক অংশের শতভাগসহ বেশ কিছু আর্থিক সুবিধা ভোগ করছেন।

বাকবিশিস প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই গণমুখী, বিজ্ঞানমনস্ক, অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষকদের অধিকার আদায় ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণ এবং যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে। শিক্ষা খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ বৃদ্ধি ও ইউনেস্কোর সুপারিশমালা বাস্তবায়নে বাকবিশিস ধারাবাহিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ ছাড়া দেশে অসাম্প্রদায়িক শিক্ষার দাবি ও শিক্ষক সমাজের মর্যাদার লক্ষ্যে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলেও গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। অনেক সমস্যায় দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষক সমাজ আজ ভারাক্রান্ত। হাজার হাজার শিক্ষক আজ যথাযথভাবে পাঠদান করেও এমপিও সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। সারাজীবন মানুষ তৈরির মহান ব্রতে নিজেদের উৎসর্গিত রেখেও সরকারি কৃপণতা ও অমার্জনীয় ঔদাসীন্যের কারণে হাজার হাজার শিক্ষক জীবন সায়াহ্নে এসে তাদের অবসরকালীন সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে বিরাজিত বৈষম্য ক্রমশ বাড়ছে। নতুন স্কেলে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি, বাড়ি ভাড়া ও উৎসবভাতা থেকে বেসরকারি শিক্ষকরা বঞ্চিত। কিছু কলেজ সরকারিকরণের মাধ্যমে একদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য ও জটিলতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে, অন্যদিকে শিক্ষকদের মধ্যে সৃষ্টি করা হচ্ছে অনৈক্য ও বিভ্রান্তি। আমরা মনে করি, শিক্ষার জাতীয়করণই এসব সমস্যার সমাধান। আজ নানাভাবে শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা ও কূপমণ্ডূকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্য হিসেবে শিক্ষাঙ্গনে মুক্তচিন্তা চর্চা ও বিজ্ঞানমনস্কতা আজ অনেকটা নির্বাসিত। শিক্ষা ও শিক্ষকদের এ সার্বিক সংকটের জন্য দায়ী শিক্ষাবিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে বাকবিশিসকে রুখে দাঁড়াতে হবে। এ লক্ষ্যে আমরা ঐক্যবদ্ধ, আপসহীন ও দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষক আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই।

দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা, শিক্ষা-বাণিজ্য, ধর্মান্ধতা, কুশিক্ষা ও বহুধা বিভক্তিতে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিপর্যস্ত। ধর্ম ব্যবসায়ী ও কায়েমি স্বার্থ আজ শিক্ষার্থীদের সহজাত জিজ্ঞাসা তথা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকে বিপথে চালিত করছে। ধর্ম ও সম্প্রদায় ভিত্তিতে বিভক্তি বিভ্রান্ত করছে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের। একটি সার্বজনীন, সেক্যুলার, বিজ্ঞানমনস্ক, একমুখী শিক্ষানীতি ব্যবস্থার দাবি ও সংগ্রাম আজ দেশের বিরাজিত আর্থসামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক দর্শন ও নীতিকৌশলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিপূরক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ শিক্ষা ও দেশ বাঁচাতে এ সংগ্রামের কোনো বিকল্প নেই। এ লড়াইয়ে আমাদের জিততেই হবে। তবেই বাঁচবে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ। নবম জাতীয় সম্মেলন শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের সংগ্রামের সেই ধারাকে শক্তিশালী করবে।

সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি